সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৮৩

WEEKLY BOOKLET:383

"নেকীর দাওয়াত" থেকে ৫২টি মাদানী ফুল

উপার্জনে বরকতের আমিল ০৫

দোষ গোপন রাখুন, জান্নাতে প্রবেশ করুন ০৮

সম্পদ বেশি হলে হিসাবও বেশি ১১

মা-বাবার অবাধ্যতার পরিণাম ১৫

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

উপস্থাপনায়:

আল-মদীনাতুল ইলমিয়া

Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

“নেকীর দাওয়াত” থেকে ৫২টি মাদানী ফুল

দরুদ শরীফের ফযিলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাকের কিছু سَيَّاح (অর্থাৎ সফরকারী) ফেরেশতা রয়েছে, যখন তারা যিকিরের মাহফিরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তখন একে অপরকে বলে: (এখানে) বসো। যখন ذاكِرِين (অর্থাৎ যিকিরকারী) দোয়া করে ফেরেশতারা তাদের দোয়াতে আমিন (অর্থাৎ “এমনই হোক”) বলে। যখন তারা নবী করীম (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর দরুদ প্রেরণ করে তখন সেসব ফেরেশতারা একসাথে মিলে দরুদ প্রেরণ করতে থাকে এই পর্যন্ত যে তারা مُنْتَشِر (অর্থাৎ এদিক সেদিক) হয়ে যায়, এরপর ফেরেশতারা একে অপরকে বলে, এই সৌভাগ্যবানদের জন্য সুসংবাদ তারা মাগফিরাতের সাথে ফিরে যাচ্ছে। **(জামেউল জাওয়ামি, ৩/১২৫, হাদিস: ৭৭৫০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১) ইলমে দ্বীন শিখা ও শিখানোর ফযিলত

আল্লাহ পাক হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট অহি প্রেরণ করলেন: "কল্যাণের কথা নিজে শিখো ও অপরকেও শেখাও! আমি কল্যাণের শিক্ষা অর্জনকারী ও যারা শেখায় তাদের কবরকে আলোকিত করবো যেনো তাদের কোন প্রকার ভয় না হয়।"

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৬/৫, নং: ৭৬২২) (নেকীর দাওয়াত, ৩৪১ পৃ:)

(২) নেকীর দাওয়াত দেয়া ও মন্দ কার্যাদি থেকে নিষেধ করার ফযিলত

আল্লাহ পাকের দরবারে একবার হযরত মূসা কলিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: "হে আল্লাহ পাক! যে (ব্যক্তি) তার ভাইকে নেকীর নির্দেশ দেয় এবং মন্দ কার্যাদি থেকে নিষেধ করে, তার প্রতিদান কী? আল্লাহ পাক বললেন: আমি তার প্রতিটি শব্দের বিনিময়ে এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিখে দিই এবং তাকে জাহান্নামের শাস্তি দিতে আমি লজ্জাবোধ করি।" **(মুকাশিফাতুল কুলুব, ৪৮ পৃ:) (নেকীর দাওয়াত, ২৩১ পৃ:)**

(৩) মসজিদ আবাদ করার তিনটি ফযিলত

(১) নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের ঘরগুলোকে আবাদকারীরাই হলো প্রকৃত আল্লাহ ওয়ালা। **(আল মুজামুল আওসাত, ২/৫৮, হাদিস: ২৫০২) (নেকীর দাওয়াত, ২৮ পৃ:)**

(২) যে মসজিদকে ভালবাসে আল্লাহ পাক তাকে নিজের প্রিয় বান্দা বানিয়ে নেন। **(আল মুজামুল আওসাত, ৪০০ পৃ:, হাদিস: ৬৩৮৩) (নেকীর দাওয়াত, ২৮ পৃ:)**

(৩) যখন কোন বান্দা যিকির বা নামাযের জন্য মসজিদকে ঠিকানা বানিয়ে নেয়, তখন আল্লাহ পাক তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান

www.dawateislami.net

করেন, যেমন; যখন কোন হারানো ব্যক্তি ফিরে আসে, তখন তার ঘরের অধিবাসীরা তার উপর সন্তুষ্ট হয়।

(ইবনে মাজাহ, ১/৪৩৮, হাদিস: ৮০০) (নেকীর দাওয়াত, ২৮ পৃ:)

(৪) পাঁচটিকে ভালোবাসা আর পাঁচটিকে ভুলে যাওয়া

রাসূল আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার উম্মতের উপর সেই যুগ অতিশিগ্রই আসবে যে তারা পাঁচটিকে ভালোবাসবে আর পাঁচটিকে ভুলে যাবে (১) দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা রাখবে আর পরকালকে ভুলে যাবে (২) সম্পদের প্রতি ভালোবাসা রাখবে আর বিবেচনা করাকে ভুলে যাবে (৩) মাখলুক তথা সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা রাখবে আর খালিক তথা আল্লাহ পাককে ভুলে যাবে (৪) গুনাহের প্রতি ভালোবাসা রাখবে আর তাওবা করা ভুলে যাবে (৫) দালানকোটার প্রতি ভালোবাসা রাখবে আর কবরকে ভুলে যাবে। **(মুকাশিফাতুল কুলুব, ৩৪ পৃ:) (নেকীর দাওয়াত, ৬০ পৃ:)**

(৫) রিয়াকারী ও লৌকিকতার পরিণাম

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “আল্লাহ পাক সেই আমল কবুল করেন না যার মধ্যে দানার সমপরিমাণও লৌকিকতা থাকে।”

(আত্তারগিব ওয়াত্তারহিব, ১/৩৬ , হাদিস: ২৭) (নেকীর দাওয়াত, ৬৫ পৃ:)

(৬) বাতিন সংশোধন করুন

আল্লাহ পাকের প্রিয় শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে (ব্যক্তি) নিজের বাতিন (অভ্যন্তর) সংশোধন করবে আল্লাহ পাক তার জাহির (বাহ্যিক) ও সংশোধন করে দিবেন।”

(জামে সগির, ৫০৮ পৃ:, হাদিস: ৮৩৩৯) (নেকীর দাওয়াত, ৮৩ পৃ:)

www.dawateislami.net

(৭) অপছন্দনীয় কার্যাদি থেকে বেঁচে থাকুন

হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: “যেই কাজ মানুষের সামনে অপছন্দ হয় সেটা একাকীতেও করিও না।”

(জামে সগির, ৪৮৭ পৃ:, হাদিস: ৭৯৭৩) (নেকীর দাওয়াত, ৯৫ পৃ:)

(৮) ঝগড়া করিয়েন না

আল্লাহ পাকের সত্যিকার নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: যে হকে থাকা সত্বেও ঝগড়া করে না তার জন্য জান্নাতের (ভিতরগত) কিনারায় একটি ঘরের নিশ্চয়তা দিচ্ছি। **(আবু দাউদ, ৪/৩৩২ পৃ:, হাদিস: ৪৮০০) (নেকীর দাওয়াত, ১২৯ পৃ:)**

(৯) সবচেয়ে বেশি উত্তম ব্যক্তি

নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করা হলো: মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কে? বললেন: মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো সে যে অধিকহারে কুরআনে করীম তিলাওয়াত করে, বেশি খোদাভীরু, সবচেয়ে বেশি নেকীর প্রতি নির্দেশদাতা ও মন্দ কার্যাদি থেকে নিষেধকারী এবং সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক বজায় (অর্থাৎ আত্মীয়দের সাথে উত্তম আচরণ) কারী। **(মুসনদে ইমাম আহমদ, ১০/৪০২, হাদিস: ২৭৫০৪) (নেকীর দাওয়াত, ১৫১ পৃ:)**

(১০) কুরআনে করীম তিলাওয়াতের ফযিলত

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: কিয়ামতের দিন কুরআন পাঠকারী আসবে তো কুরআন আরয করবে: হে আমার প্রতিপালক! একে হুল্লা (অর্থাৎ জান্নাতের পোশাক) পরিধান করাও সুতরাং তাকে কারামতের হুল্লা (অর্থাৎ জান্নাতের সম্মানী পোশাক) পরিধান করানো হবে, এরপর কুরআনে পাক আরয করবে: হে আমার প্রতিপালক! এর

www.dawateislami.net

উপর রাজি হয়ে যাও, তো আল্লাহ পাক তার উপর রাজি হয়ে যাবেন, অতঃপর সেই কুরআন পাঠকারীকে বলা হবে: কুরআন পড়তে থাকো, এবং জান্নাতের মর্যাদা নির্ধারণ করে নাও আর তাকে প্রতিটি আয়াতের বিনিময়ে একটি করে নেয়ামত দান করা হবে।

(তিরমিযি, ৪/৪১৯, হাদিস: ২৯২৪) (নেকীর দাওয়াত, ১৫২)

(১১) উপার্জনে বরকতের অযিফা

আল্লাহ পাকের সত্যিকার নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: “যে এটা পছন্দ করে যে তার আয়ু ও রিযিক বৃদ্ধি করা হোক তার উচিত তার মাতা পিতার সাথে সদাচারণ করা এবং নিজের আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।” **(আত্তারগিব ওয়াত্তারহিব, ৩/২১৭, হাদিস: ১৬) (নেকীর দাওয়াত, ১৫২)**

(১২) ভালো চিন্তাভাবনার বরকত

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: “حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ” অর্থাৎ সুধারণা করা উত্তম ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত। **(আবু দাউদ, ৪/৩৮৮, হাদিস: ৪৯৯৩)**

হযরত মুফতি আহমদ ইয়া খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসে পাকের কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন: অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতি ভালো ধারণা রাখা, তাদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা না করা এটাও উত্তম ইবাদতের মধ্যে হতে একটি ইবাদত। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৬২১, নেকীর দাওয়াত, ১৫৯ পৃ:)**

(১৩) জান্নাতী মহল অর্জন করার পদ্ধতি

আল্লাহ পাকের দানক্রমে অদৃশ্যের সংবাদদাতা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: যে (ব্যক্তি) এটা পছন্দ করে যে তার জন্য (জান্নাতে) মহল বানানো হোক আর তার মর্যাদা সমুন্নত করা হোক, তার

www.dawateislami.net

উচিত যে তার উপর অবিচার করে সে যেনো তাকে ক্ষমা করে দেয় আর যে তাকে বঞ্চিত করে সে যেনো তাকে দান করে এবং যে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা।

(আল মুসতাদরিক লিল হাকিম, ৩/১২, হাদিস: ৩২১৫) (নেকীর দাওয়াত, ১৫৯ পৃ:)

(১৪) ব্যবসা বাণিজ্যে মিথ্যা কসমের ক্ষতি

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: “মিথ্যা শপথের মাধ্যমে বেচাকেনা করা হয় আর (তাতে) বরকত চলে যায়।” **(কানযুল উমাল, ১৬/২৯৭, হাদিস: ৪৬৩৭৬)** অন্য জায়গায় বলেন: “কসম হলো পণ্য বিক্রিকারী আর বরকত দূরীভূতকারী।”

(বুখারি, ২/১৫, হাদিস: ২০৮৭) (নেকীর দাওয়াত, ১৬৯)

(১৫) তিলাওয়াতের মাঝখানে কান্না করার ফযিলত

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুমহান বাণী: কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করার মাঝে ক্রন্দন করো আর যদি কান্না করতে না পারো তবে কান্নার আকৃতি বানাও। **(ইবনে মাজাহ, ২/১২৯, হাদিস: ১৩৩৭) (নেকীর দাওয়াত, ২০১ পৃ:)**

(১৬) সফরের মধ্যে আল্লাহ পাকের যিকির করার মর্যাদা

আল্লাহ পাকের সত্য নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: যে ব্যক্তি সফরের মাঝখানে আল্লাহ পাকের দিকে মনোযোগ রাখে আর তাঁর যিকিরের মধ্যে মশগুল থাকে, তার জন্য একজন নিরাপত্তাকারী ফেরেশতা নিয়োজিত করা হয়ে থাকে আর যে ব্যক্তি অযথা কথাবার্তার মধ্যে ব্যস্ত থাকে তার পেছনে একজন শয়তান লেগে যায়।

(মু’জামু কবীর, ১৭/৩২৪, হাদিস: ৮৯৫) (নেকীর দাওয়াত, ২৪৩ পৃ:)

www.dawateislami.net

(১৭) মুচকি হেসে সাক্ষাত করার ফযিলত

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিজের (দ্বীনি) ভাইয়ের সাথে মুচকি হেসে সাক্ষাত করা তোমার জন্য সদকা ও নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং মন্দ কার্যাদি থেকে নিষেধ করা সদকা।"

(তিরমিযি, ৩/৩৮৪, হাদিস: ১৯৬৩) (নেকীর দাওয়াত, ২৪৫ পৃ:)

(১৮) অট্টহাসি দিয়েন না

রাসূলে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَلْقَهْقَهَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالتَّبَسُّمُ مِنَ اللّٰهِ" অর্থাৎ "অট্টহাসি শয়তানে পক্ষ থেকে আর মুচকি হাসি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে।"

(মু'জামু সগির, ২/১০৪, হাদিস: ১০৫৩) (নেকীর দাওয়াত, ২৪৮ পৃ:)

(১৯) মুক্তির মাধ্যম

হযরত উকবা বিন আমের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মুক্তি কী? বললেন: (১) নিজের মুখকে সংযত রাখো (অর্থাৎ নিজের মুখকে ওখানে খুলো যেখানে উপকার হয়, ক্ষতি না হয়) এবং (২) তোমার ঘর তোমাকে যেনো হেফাযত করে (অর্থাৎ অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের হয়ো না) এবং (৩) গুনাহের জন্য ক্রন্দন করো। **(তিরমিযি, ৪/১৮২, হাদিস: ২৪১৪) (নেকীর দাওয়াত, ২৭৭ পৃ:)**

(২০) মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন করার সাওয়াব

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে নিজের মুসলমান ভাইয়ের দোষ গোপন করে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন আর যে আপন মুসলিম ভাইয়ের দোষ প্রকাশ

www.dawateislami.net

করবে আল্লাহ পাক তার দোষ প্রকাশ করবেন এই পর্যন্ত যে তাকে তার ঘরে অপদস্ত করবেন। **(ইবনে মাজাহ, ৩/২১৯, হাদিস: ২৫৪৬) (নেকীর দাওয়াত, ৩৯৮ পৃ:)**

(২১) মুসলমান ভাইয়ের কষ্ট দূর করার সাওয়াব

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কষ্ট দূরীভূত করে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিনের কষ্টসমূহ থেকে তার কষ্ট দূরীভূত করবেন এবং যে (ব্যক্তি) কোন মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন করবে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন।

(মুসলিম, ১০৬৯ পৃ:, হাদিস: ৬৫৭৮) (নেকীর দাওয়াত, ৩৯৮ পৃ:)

(২২) দোষ গোপন রাখুন, জান্নাতে প্রবেশ করুন

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের দোষ দেখে সেটা গোপন রাখে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। **(মুসনদে আবদ বিন হুমাইর, ২৭৯ পৃ:, হাদিস: ৮৮৫) (নেকীর দাওয়াত, ৩৯৮)**

(২৩) খোদাভীতিতে কান্না করার ফযিলত

আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যেই মুমিনের চক্ষু দিয়ে আল্লাহ পাকের ভয়ে অশ্রু নির্গত হয় যদিওবা সেটা মাছির মাথার সমপরিমাণ হয়, অতঃপর সেই অশ্রু তার চেহারায় বাহ্যিক অংশে পৌঁছে তো আল্লাহ পাক তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দেন।

(শুয়াবুল ঈমান, ১/৪৯০, হাদিস: ৮০২) (নেকীর দাওয়াত, ২৭৩ পৃ:)

www.dawateislami.net

(২৪) আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী

যেখানেই থাকো আল্লাহ পাককে ভয় করো আর গুনাহের পর নেকী করে নাও কেননা সেই নেকী গুনাহকে মুছে দিবে এবং মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ করো। **(তিরমিযি, ৩/৩৯৭, হাদিস: ১৯৯৪) (নেকীর দাওয়াত, ৪৭৬ পৃ:)**

(২৫) ধার্মিক নারীকে বিবাহ করার তাকিদ

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চারটি বিষয়ের কারণে নারীদেরকে বিবাহ করা হয়ে থাকে (অর্থাৎ বিয়ের ক্ষেত্রে এই চারটি বিষয় বিবেচিত হয়:) (১) সম্পদ (২) সামর্থ (৩) সৌন্দর্যতা (৪) দ্বীন আর ধার্মির্ক নারীকেই প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে।

(বুখারি, ৩/৪২৯, হাদিস: ৫০৯০) (নেকীর দাওয়াত, ৫১২ পৃ:)

(২৬) নিজের মরহুমদের জন্য ইছালে সাওয়াব করুন

মৃত ব্যক্তির অবস্থা কবরের ভিতর মানুষের মতই হয়ে থাকে যে তারা অধির আগ্রহে অপেক্ষায় থাকে তাদের মা-বাবা অথবা ভাই বা অন্য কোন বন্ধুর দোয়া তাদের নিকট যেনো পৌঁছে আর যখন তাদের নিকট কারো দোয়া পৌঁছে তখন তাদের দৃষ্টিতে সেটা দুনিয়া ও مَافِيْهَا (অর্থাৎ দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে) তা থেকেও উত্তম হয়ে থাকে। আল্লাহ পাক কবরবাসীদেরকে তাদের জীবিত আত্মীয়দের পক্ষ থেকে করা হাদিয়ার সাওয়াব পাহাড়ের সমপরিমাণ করে দান করে থাকেন, জীবিতদের হাদিয়া (অর্থাৎ উপহার) হলো মৃতদের জন্য “মাগফিরাতের দোয়া করা”। **(শুয়াবুল ঈমান, ৬/২০৩, হাদিস: ৭৯০৫) (নেকীর দাওয়াত, ৫৮৩)**

www.dawateislami.net

(২৭) বিবাহের বরকত

যখন তোমাদের মধ্যে কেউ বিবাহ করতে চাই তখন শয়তান বলে: হায় আফসোস! আদম সন্তানের আমার কাছ থেকে এক দ্বিতীয়াংশ (২/৩) দ্বীন বাঁচিয়ে নিলো।

(আল ফিরদৌস বিমা'ছুরিল খিতাব, ১/৩০৯, হাদিস: ১২২২) (নেকীর দাওয়াত, ৫১২ পৃ:)

(২৮) গুনাহ থেকে নিষেধ না করার ক্ষতি

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাকের শপথ! তোমরা অবশ্যই নেকীর নির্দেশ দিতে থাকো আর গুনাহ থেকে নিষেধ করতে থাকো এবং অত্যাচারীকে অত্যাচার করা বাধা প্রদান করতে থাকো এবং তাকে হকের বিষয়ের দিকে আহবান করতে থাকো, নতুবা আল্লাহ পাক তোমাদের হৃদয়ও خَلْط (অর্থাৎ অবাধ্যতার শাস্তি স্বরুপ তার মতো) করে দিবেন আর তোমাদের উপরও লানত করবেন, যেমনটি তাদের উপর লানত করেন। **(আবু দাউদ, ৪/১৬২, হাদিস: ৪৩৩৬, ৪৩৩৭) (নেকীর দাওয়াত, ৫৩৪)**

(২৯) অযুর পর সূরা কদর পাঠ করার ফযিলত

হাদিসে মুবারকায় রয়েছে: যে ব্যক্তি অযুর করার পর একবার সূরা কদর পাঠ করবে সে সিদ্দিকিনের অন্তর্ভূক্ত আর যে দুইবার পাঠ করবে তাকে শহীদের অন্তর্ভূক্ত করা হবে আর যে ব্যক্তি তিনবার পাঠ করবে আল্লাহ পাক ময়দানে মহাশরে তাকে তাঁর আম্বিয়ায়েদের সাথে রাখবেন।

(জামেউল জাওয়ামী, ৭/২৫১, হাদিস: ২২৮১৭) (নেকীর দাওয়াত, ৩৯১)

www.dawateislami.net

(৩০) সম্পদ বেশি হলে হিসাবও বেশি

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: সম্পদ যতো বেশি হবে হিসাবও ততো বেশি হবে।

(আল বাদুরুস সাফিরাত ফি উমুরিল আখিরাত, ২৬৪ পৃ:) (নেকীর দাওয়াত, ৩৫১ পৃ:)

(৩১) মানুষের উপকার করা

আল্লাহ পাকের প্রিয় শেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলেন: মুমিনের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করো আর তাতে কোন কল্যাণ নেই যে না কাউকে ভালোবাসে আর না তাকে (কেউ) ভালোবাসে আর মানুষের মধ্যে উত্তম হলো সে ব্যক্তি যে মানুষের উপকার করে।

(শুয়াবুল ঈমান, ৬/১১৭, হাদিস: ৭৬৫৮) (নেকীর দাওয়াত, ২৯৯ পৃ:)

(৩২) ভালোভাবে জীবন অতিবাহিত কতে চান তো নেকীর দাওয়াত দিন

মুসলমানদের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: হে লোকসকল! ভালো কাজের আদেশ দাও, মন্দ কার্যাদি থেকে নিষেধ করো তোমাদের জীবন ভালোভাবে অতিবাহিত হবে।

(তাফসীরে কবীর, ৩/৩১৬) (নেকীর দাওয়াত, ৩১ পৃ:)

(৩৩) ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত মাওলায়ে কায়িনাত, আলীউল মুরতাদা শে'রে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যেই হৃদয় ভালোকে ভালো মনে করে না সেই (হৃদয়) এর উপরিভাগকে এমন নিচু করে দেয়া হবে যেমনটি

www.dawateislami.net

থলেকে উল্টো করে দেয়া হয়ে থাকে অতঃপর থলের ভিতরগত জিনিস এদিক সেদিক হয়ে যায়।

(মুসান্নিফ ইবনে আবি শায়বা, ৮/৬৬৭, হাদিস: ১২৫, ১২৪) (নেকীর দাওয়াত, ৩১ পৃ:)

(৩৪) আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নারত অবস্থায় হাযিরি

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত মাওলায়ে কায়িনাত, আলীউল মুরতাদা শে’রে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: “যখন তোমাদের মধ্যে কারো খোদাভীতির কারণে কান্না আসে সেই অশ্রু কাপড় দ্বারা পরিষ্কার করো না বরং মুখের উপর প্রবাহিত হতে দাও কেননা সে ঐ অবস্থায় আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হবে।” **(শুয়াবুল ঈমান, ১/৪৯৩, হাদিস: ৮০৮) (নেকীর দাওয়াত, ২৮২ পৃ:)**

(৩৫) একহাজার স্বর্ণমুদ্রা সদকা করার চেয়ে উত্তম

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: “আল্লাহ পাকের ভয়ে অশ্রুর এক ফোটা প্রবাহিত হওয়া আমার দৃষ্টিতে একহাজার দিনার সদকা করা অপেক্ষা উত্তম।”

(শুয়াবুল ঈমান, ১/৫০২, হাদিস: ৮৪২) (নেকীর দাওয়াত, ২৮৪ পৃ:)

(৩৬) খোদাভীতিতে প্রবাহিত হওয়া অশ্রুর বরকত

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ, হযরত মুহাম্মদ বিন মুনকাদির رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ যখন কান্না করতেন তখন নিজের চেহারা ও দাড়ির উপর অশ্রু মালিশ করে নিতেন আর বলতেন আমি জানতে পেরেছি যে আগুণ সেই জায়গাটি স্পর্শ করবে না যেখানে খোদাভীতিতে প্রবাহিত হওয়া অশ্রু লেগেছে।

(ইহয়াউল উলুম, ৪/২০১) (নেকীর দাওয়াত, ২৮৩ পৃ:)

www.dawateislami.net

(৩৭) কু-ধারণা করো না

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ, হযরত মাকহুল দামেস্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন কাউকে কান্না করতে দেখবে তুমি কান্না করা শুরু করে দিবে আর তাকে রিয়াকারী মনে করিও না, আমি একবার কোন ক্রন্দনকারী ব্যক্তিকে "রিয়াকারী" মনে করলাম তো আমি এক বছর পর্যন্ত কান্না করা থেকে বঞ্চিত রইলাম। **(তানবিহুল মুগতারিন, ১০৭ পৃ:) (নেকীর দাওয়াত, ৬৩ পৃ:)**

(৩৮) চোরী ও মদ পান ও অন্যান্য কিছুর শাস্তি

বিশিষ্ট তাবেয়ী বুযুর্গ, হযরত মাসরুক্ব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হতে বর্ণিত, যেই ব্যক্তি চোরী বা মদখোর অথবা ব্যভিচারে লিপ্ত অবস্থায় মারা যায় তার উপর সাপ নিযুক্ত করে দেয়া হয় যেগুলো তার মাংস কামড়িয়ে কামড়িয়ে খেতে থাকবে। **(মাওসুআ ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৫/৪৭৬, হাদিস: ২৫৭) (নেকীর দাওয়াত, ৫৭ পৃ:)**

(৩৯) শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার স্থান

হযরত আব্দুর রহমান বিন মা'ক্বিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, আমাদেরকে বলা হয়েছিলো যে, "اَلْمَسْجِدُ حِصْنٌ حَصِيْنٌ مِّنَالشَّيْطٰنِ" অর্থাৎ মসজিদ হলো শয়তান থেকে বাঁচার একটি মযবুদ দূর্গ।

(মুসান্নিফ ইবনে আবি শায়বা, ৮/১৭২) (নেকীর দাওয়াত, ২৮ পৃ:)

(৪০) মৃত্যুর কষ্ট

হযরত আল্লামা জালাল উদ্দীন সূয়ুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: মৃত্যু দুনিয়া ও আখিরাতের ভয়াবহতার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভয়াবহতা, করাত দিয়ে কাটার চেয়ে, কাঁচি দিয়ে কাটা অপেক্ষা, মাংস থেকে হাঁড়

www.dawateislami.net

ছাড়িয়ে নেয়ার চেয়ে বেশি (ভয়ংকর)। যদি মৃত জীবিত হয়ে شَدائِدِ موت (অর্থাৎ মৃত্যু যন্ত্রণার কথা) মানুষদেরকে বলতো তাদের আরাম ও ঘুম সবকিছু নিঃশেষ হয়ে যেতো। **(শরহু সুদূর, ৩৩ পৃ:) (নেকীর দাওয়াত, ৩৪৯ পৃ:)**

(৪১) প্লীহা রোগ থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থাপত্র

ইমাম ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যেই ব্যক্তি সর্বদা জুতা পরিধান করার সময় ডান পা দিয়ে আর খোলার সময় বাম পা দিয়ে শুরু করবে সে প্লীহা রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে।

(হায়াতুল হাইওয়ান, ২/২৮৯) (নেকীর দাওয়াত, ১২৩ পৃ:)

(৪২) হারাম দেখার শাস্তি

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: যে কেউ নিজের চক্ষুকে হারাম দ্বারা পূর্ণ করবে কিয়ামতের দিন তার চোখে আগুণ ভরে দেয়া হবে। **(মুকাশিফাতুল কুলুব, ১০ পৃ:) (নেকীর দাওয়াত, ৩১৫ পৃ:)**

(৪৩) দুনিয়াবী স্বাদ থেকে উপকার অর্জন করার কুফল

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আল্লাহ পাকের নেয়ামত দ্বারা স্বাদ উপভোগ করা গুনাহ নয়, কিন্তু এটার ব্যাপারে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে আর যার হিসাবের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে আর যেই লোক দুনিয়াতে মুবাহ বিষয়কে ব্যবহার করে যদিওবা তাকে কিয়ামতের দিন সেটার জন্য শাস্তি দেয়া হবে না কিন্তু সেই পরিমাণে আখিরাতের নেয়ামত কম হয়ে যাবে। চিন্তা তো করুন! কতো বড় ক্ষতির বিষয় যে মানুষ নশ্বর নেয়ামতসমূহ অর্জন করার মধ্যে খুব বেশি তাড়াহুড়া করে থাকে আর এর পরিবর্তে

www.dawateislami.net

পরকালীন নেয়ামতের ক্ষেত্রে কমতির মাধ্যমে ক্ষতি সাধন করে।"

(ইহয়াউল উলুম, ৫/৯৮) (নেকীর দাওয়াত, ১১৭ পৃ:)

(৪৪) সকল মুসলমান নেকীর দাওয়াত দিন

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: সমস্ত মুসলমান মুবাল্লিগ, সকলের উপরই ফরয হলো মানুষদেরকে ভালো কাজের আদেশ দেয়া আর মন্দ কার্যাদি থেকে বাধা প্রদান করা।

(তাফসীরে নঈমী, ৪/৭২) (নেকীর দাওয়াত, ৩০ পৃ:)

(৪৫) শুধুমাত্র আল্লাহকে ভয় করো

"হিলয়াতুল আউলিয়া" কিতাবে রয়েছে: "যখন বান্দা কবরে প্রবেশ করে তখন তাকে ভয় দেখানোর জন্য ঐসব জিনিস চলে আসে যেগুলোকে সে দুনিয়াতে ভয় পেতো আর আল্লাহ পাককে ভয় করতো না।" **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২, নং: ১৪৩১৮) (নেকীর দাওয়াত, ৫৪)**

(৪৬) মা-বাবার অবাধ্যতার পরিণাম

বর্ণিত আছে: যখন মা-বাবার অবাধ্য (ব্যক্তি) কে দাফন করা হয় তখন কবর তাকে চাপ দিতে থাকে এই পর্যন্ত যে তার পাঁজর (ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে) একটি অপরটির মধ্যে ঢুকে যায়।

(আল যাওয়াজির আনিক্বতিরাফিল কাবায়ির, ২/১৪০) (নেকীর দাওয়াত, ৪৪০)

(৪৭) আল্লাহ পাকের নেয়ামত

হযরত ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে শুধুমাত্র খাওয়া-দাওয়া আর পরিধান করাকেই আল্লাহ পাকের নেয়ামত মনে করে তাহলে নিশ্চিত যে তার জ্ঞান কম। **(আয যুহ্দ লি ইবনুল মুবারক, ১৩৪ পৃ:, নং: ৩৯৭) (নেকীর দাওয়াত, ৪৪০)**

www.dawateislami.net

(৪৮) বসরার প্রতিটি অলি-গলি থেকে তিলাওয়াতের আওয়াজ আসতো

ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: কোন যুগে বসরার প্রতিটি গলি থেকে আল্লাহ পাকের যিকির ও কুরআনে করীমের তিলাওয়াতের আওয়াজ আসতো আর এইভাবে লোকেরা যিকির ও তিলাওয়াতের স্পৃহা পেতো। **(কি'মিয়ায়ে সাআদাত, ২/৬৯২) (নেকীর ফাযায়িল, ৯৭ পৃ:)**

(৪৯) যেটা হওয়ার সেটা হয়েই যাবে

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এমন ময়দানে কোন আমল করে যেটার না কোন দরজা আছে আর না কোন আলো দেয়ার ব্যবস্থা, তারপরও তার আমল প্রকাশ হয়ে যাবে আর যা হওয়ারই তা হয়েই যাবে।"

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৪/৫৭, হাদিস: ১১২৩০) (নেকীর দাওয়াত, ৯০ পৃ:)

(৫০) ভালোদের নকল করাও ভালো হয়ে থাকে

ভালো নিয়্যত সহকারে আল্লাহ ওয়ালাদের নকল করা নিশ্চয় বরকতের কারণ আর কেনই বা হবে না কায়িনাতের সমস্ত আল্লাহ ওয়ালাদের সর্দার, নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হলো: "اَلْبَرَكَةُ مَعَ اَكَابِرِكُمْ" অর্থাৎ বরকত তোমাদের বুযুর্গদের মধ্যেই রয়েছে।

(মু'জামু আওসাত, ৬/৩৪২, হাদিস: ৮৯৯১) (নেকীর দাওয়াত, ১২২ পৃ:)

www.dawateislami.net

(৫১) এই আমলনামা ফেলে দাও

হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: রেওয়ায়েতের মধ্যে এসেছে, যখন ফেরেশতারা বান্দার আমলনামা আসমানে নিয়ে যায় এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তা উপস্থাপন করে তখন আল্লাহ পাক বলেন: "اَلْقِ تِلْكَ الصَّحِيْفَةَ اَلْقِ تِلْكَ الصَّحِيْفَةَ يعنى" অর্থাৎ "এই আমলনামা ফেলে দাও, এই আমলনামা ফেলে দাও।" ফেরেশতারা আরয করেন: "হে আল্লাহ পাক! তোমার এই বান্দা যেই আমল করেছে সেগুলো আমরা দেখে এবং শুনে লিখেছি।" আল্লাহ পাক বলেন: "এই বান্দার এই আমলের মধ্যে আমার সন্তুষ্টির নিয়্যত ছিলো না।"

(আশআতুল লুমআত, ১/৩৯) (নেকীর দাওয়াত, ১১০ পৃ:)

(৫২) জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে

বর্ণিত আছে, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহ পাকের দরবারে দন্ডায়মান করা হবে, আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিবেন। সে আরয করবে: হে আল্লাহ পাক! আমাকে কী কারণে জাহান্নামে পাঠানো হচ্ছে? ইরশাদ করা হবে: নামাযসমূহকে সেগুলোর ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পড়ার এবং আমার নামে মিথ্যা শপথ করার কারণে।

(মুকাশিফাতুল কুলুব, ১৮৯ পৃ:) (নেকীর দাওয়াত, ১৬৯ পৃ:)

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net